তারিখ 5 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে

শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন করে দলীয়করণের উদ্যোগ?

আহমেদ দীপু

সরকার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকর পর্যবেক্ষণ করার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জেলা এবং উপজেলা কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠনের মাধ্যমে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বর্তমান কমিটিগুলোর ওপর এই নতুন কমিটিকে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। (৭ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কঠোর

(প্রথম পাতার পর)

দেশের প্রতি জেলা এবং উপজেলায় একটি করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুমোদনের পর রবিবার এই কমিটি গঠনসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ২২ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী। আর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ২০ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপজেলায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ জেলা কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর এই কমিটি একবার করে সভায় মিলিত হবে। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত এসব কমিটিতে সরকারী ও বেসরকারী কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের সদস্য রাখা হয়েছে। পদের দিক থেকে সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের চেয়ে জেলা প্রশাসকের অবস্থান অনেক নিচে। এরপরও একজন অধ্যক্ষকে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে জেলা কমিটিতে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা কমিটিতেও একই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্য হিসাবে সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষকে রাখা হয়েছে। এ ধরনের কমিটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে ইতোমধ্যেই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু নতুন কমিটির কর্মপরিধি অনুযায়ী সরকার ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গভর্নিং বডির কার্যাবলী মূল্যায়ন ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রমে উৎসাহিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকার এ ধরনের সমিতির মাধ্যমেই দলীয় লোকের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করেছে। এছাড়া উপদেষ্টা হিসাবে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যও প্রায় একই বলে অনেকেই ধারণা করছেন।

জেলা কমিটির জন্য ৪৩ দফা এবং উপজেলা কমিটির জন্যও প্রায় সমপরিমাণ সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এর আওতায় জেলা এবং উপজেলার সকল সরকারী ও বেতন-ভাতার সরকারী অংশ প্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও এই কমিটির আওতাভুক্ত হবে। নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মহাবিদ্যালয়, দাখিল আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বা সমমানের জুনিয়র ক্যামব্রিজ ও সিনিয়র ক্যামব্রিজ 'ও' লেভেল 'এ' লেভেল ইংরেজী মাধ্যম স্কুলসহ সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই কমিটির আওতাভুক্ত হবে। এই কমিটি জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক সুপারভিশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের দৈনিক হাজিরার তদারকী করবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বিষয়ে বোর্ডের নির্ধারিত উপস্থিতির শর্তসমূহ অনুসরণ নিশ্চিত করার বিষয়টি দেখবে। জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের বিদ্যালয় চলাকালীন পূর্ণ সময়ে এবং ক্লাস বন্ধ থাকাকালে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষকদের প্রাইভেট শিক্ষাদান ও কোচিং নিরুৎসাহিত করা, নকলমুক্ত পরিবেশে জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা প্রশাসন শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দের সহযোগিতায় শিক্ষা উন্নয়নসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করতে পারবে। এছাড়া ক্যাম্পাসে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। জেলার সকল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ছুটি ও উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। প্রায় একই ধরনের কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রেও।